ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 435- 442
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.226

জ্ঞান সাধনা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও প্রচার-প্রসারে উবায়দুল হক (রহ.)-এর ভূমিকা

মোঃ কামাল উদ্দিন, *প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আতাকরা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, লাকসাম, কুমিল্লা বাংলাদেশ*

Received: 10.10.2025; Accepted: 11.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Those who have acquired mastery in their own language and have contributed to Islamic education by acquiring mastery in Arabic literature and Qur'an Hadith and Islamic science among the few Muslim scholars in Bangladesh Maulana Ubaidul Haque Jalalabadi (R.) is one of them. For the purpose of the donation program for the wide spread and promotion of education He chose the teaching as noble profession and devoted himself to this profession. After completing his studies at Darul Uloom Deoband, he came to Dhaka to and started teaching at Dhaka's Bara Katra Hosania Ashraful Uloom Madrasah. Maulana Ubaidul Haque (R.) spoke out against fraud of the East India Company. He insisted the importance of acquiring Islamic education to keep the East India Company alert in this regard by portraying deception scenario to the nation and he inspired the Bengali nation to observe Islamic education and culture. He studied the book regularly and used to write new Khutba in Arabic on Fridays and Eids. He was honest and brave. He used to give contemporary speeches in Khutba. He did not care about anyone. Maulana Ubaidul Haque (R.) was honored by various national and international organizations and institutions during his half-century-long career. His thoughts and actions on religion and education will give inspiration to people of all classes.

Keywords: Pursuit of knowledge, expansion of education, religion, basic education, Islamic culture

প্রত্যেক জাতি, গোষ্ঠী, সমাজ ও দেশে যুগে যুগে বহু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা প্রকৃতিগতভাবেই আর্বিভূত হন জাতীয় চিন্তা-চেতনা বিকাশের কর্ণধার, জাতীয় সংহতি ও এর ভিত্তি সুদৃঢ় করার চিন্তানায়ক হিসেবে। বাংলাদেশে যে ক'জন মুসলিম মনীষী নিজস্ব ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করার সাথে সাথে আরবী ভাষায় সাহিত্য ও কুরআন হাদীস তথা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পান্ডিত্য অর্জন করে ইসলামী শিক্ষায় অবদান রেখে গেছেন, তন্মধ্যে ঢাকা আলীয়া মাদরাসার ভূতপূর্ব মুহাদ্দিস মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী (র) অন্যতম। বহু গুণেগুণান্বিত, বহু বিশেষণে বিশেষিত এ মহান ব্যক্তি একাধারে ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, সমাজ সংস্কারক, জাতীয় সংকটে সর্বশ্রেণির মানুষের ভরসাস্থল ও ধর্মীয় ব্যাপারে কারো অনুরাগ-বিরাগের পরোয়া না করে সত্যের উচ্চারণে সঠিক সিদ্ধান্তে দ্ব্যর্থহীন। বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ কৃতিত্বের এই মহান জ্ঞান-সাধক জীবনের প্রতিটি অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করে মুসলিম সমাজের নিকট যে অগাধ কীর্তি রেখে গেছেন তার বিচার বিশ্লেষণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা যুগাবে। এ মনীষী জ্ঞান সাধনা, শিক্ষা বিস্তার, ধর্ম প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামী সংস্কৃতির

বির্ণিমাণে যে অতুলনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা উপস্থাপন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করাই আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য।

সমকালীন শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, বিরল প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী মাওলানা উবায়দুল হক (র.) ২ মে ১৯২৮ খৃ. মোতাবেক ১৩৩৫ ব. ১৪ বৈশাখ শুক্রবার[১] সিলেট শহর থেকে প্রায় ৭৪ কি.মি. দূরে কুশিয়ারা নদীর কূল ঘেঁষে গড়ে উঠা ঐতিহ্যবাহী গ্রাম বারোঠাকুরিতে[২] জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবের সাতটি বছর বাড়িতে বাবা-মার সাথে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। অষ্টম বর্ষে পিতা তাঁকে মাদরাসায় প্রেরণ করেন। শৈশবেই পিতা-মাতার কাছে তাঁর হাতে খড়ি হয়। অতপর তাঁর পিতা তাঁকে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করান। মোটকথা মাওলানা উবায়দুল হকের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় নিজ বাড়িতে পিতার কাছে। এরপর তিনি সিলেটের বিয়ানিবাজার থানাধীন মাওলানা আশরাফ আলী থানভি (১৮৫৭-১৯৩৯খৃ:) (র.)- এর খলীফা মাওলানা আতহার আলী (র.) প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে চলে যান। তথায় তিনি মাওলানা শামসুল হক শাহবাগী (র.)- এর নিকট ফার্সি-ভাষা, সাহিত্য, 'কারিমা পান্দেনামা' ও মিজান মুনশাইব ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি হবিগঞ্জে মাওলানা মুদাসসির ও মাওলানা মুন্সির আলী (র.)–এর কাছে গিয়ে কিছুদিন প্রাইভেট লেখাপড়া করেন।[৩] তাঁরা উভয়ে ছিলেন দেওবন্দ থেকে উত্তীর্ণ বিশিষ্ট আলিম। অতপর মাওলানা উবায়দুল হক (র.) পিতার প্রতিষ্ঠিত মুনশী বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত আয়ারগাঁও মাদরাসায় কিছুকাল পড়াশুনা করেন।

মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে[৪] গমন করেন এবং ১৯৩৪ সালে কাফিয়া জামাতে ভর্তি হন। তিনি দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রেকর্ড পরিমান নম্বর লাভ করে দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস খ্যাতি অর্জন করেন।[৫] হযরত মাওলানা উবায়দুল হক (র.) হিজরী ১৩৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে হাদীস, ১৩৬৭-১৩৬৮ শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে তাফসীর এবং ১৩৬৮-১৩৬৯ শিক্ষাবর্ষে ফনূনাতের কিতাব হেদায়া আখেরাইন, কাযী মুবারক, সদরা, তাসরীহ, উকলীদাস ও তাওযী ইত্যাদি কিতাব অধ্যয়ন করেন। তিনি যাদের নিকট শিক্ষা ও জ্ঞানের গভীরতায় বিমুগ্ধ হয়ে এক বিজ্ঞ ও দক্ষ আলেম হিসেবে গড়ে উঠেন এবং যাদের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসিন শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ হোসাঈন আহম্মদ মাদানী, আল্লামা ইব্রাহীম বালিয়াবি, আল্লামা এজাজ আলী আমরুহি, আল্লামা ফখরুল হাসান, আল্লামা আব্দুশ শুকূর দেওবন্দী, হাফেজ আব্দুল জলীল, মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ. মাওলানা আব্দুল খালেক, মিয়াজি মুহাম্মদ সাঈদ গাঙ্গোহি, হাবিবুল্লাহ বিহারি (র.) প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য[৬] দারুল উলূম দেওবন্দে তাঁর যে সব সহপাঠী ছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন মাওলানা সাইয়েদ আসআদ মাদানী, মাওলানা সালেম কাসিমী, মাওলানা অহীদুয যামান কীরানবী, মাওলানা মুহাম্মদ তাহের (কলিকাতা), মাওলানা হামেদ মিয়া, মাওলানা আবুহাসান, মাওলানা মোহাম্মদ মুস্তফা আজমী, শায়খুল হাদীস মরহুম মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমেদ কুমিল্লায়ী, মাওলানা আবুল হাসান যশোরী, মাওলানা নূরুল ইসলাম চাটগামী, মাওলানা রহমতউল্লাহ সিলেটী, মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ কাসিমী বিহারী ও মাওলানা আনওয়ারুল হক কাসিমী প্রমূখ।

---

[১] সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, (মাওলানা আব্দুর রহীম ইসলামাবাদী, লিখিত প্রবন্ধ-অনন্য ব্যক্তিত্ব খতীব মাওলানা উবায়দুল হক) স্মরণ সংখ্যা বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২৬,২০০৭ পৃঃ২১।

[২] বারোঠাকুরির নামকরণ প্রসঙ্গে গবেষকরা গায়েবী দিঘিতে প্রাপ্ত শিলালিপির কথা বলে থাকেন। এই গ্রামের গায়েবী দিঘির কারামতির কথা এখনও স্থানীয় মুরুব্বিদের মুখে শোনা যায়। যেমন, এখনো অনেকে বিশ্বাস করেন যে, গ্রামের দরিদ্র মানুষের কোনো অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে হাড়ি-পাতিল প্রয়োজন হলে তা গায়েবি দিঘি থেকে পাওয়া যেতো। অনুষ্ঠান শেষে তা দীঘির পাড়ে রেখে দিলে আবার চলে যেতো। আরো জানা যায় এ গ্রামে একসময় হিন্দু-বৌদ্ধ বারোজন ঠাকুরের বসতি ছিলো। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে এই অঞ্চলের এ বারোজন বৌদ্ধ ঠাকুর এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে এই গ্রামের নাম বারোঠাকুরি। সৈয়দ মবনু, মাওলানা উবায়দুল হক জীবন কর্ম, সালেহীয়া পাবলিকেশন্স, রে প্রিন্টার্স ঢাকা ২০০৮ পৃ.০২)

[৩] জুবাইর আহমদ আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত, আকাশ ছোঁয়া মিনার, (মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী লিখিত প্রবন্ধ-আমার জীবনের একটি অধ্যায়) খতীব (রহ) স্মরণে মাদরাসা ফয়জুল উলূম আজিমপুর, ঢাকা ২০০৮, পৃ.১৪।

[৪] দারুল উলূম দেওবন্দ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

[৫] জুবাইর আহমদ আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত, আকাশ ছোঁয়া মিনার, (মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী লিখিত প্রবন্ধ-আমার জীবনের একটি অধ্যায়), খতীব (রহ) স্মরণে মাদরাসা ফয়জুল উলূম আজিমপুর, ঢাকা ২০০৮, পৃ.১৪।

[৬] প্রাগুক্ত-পৃ.২২

শিক্ষা সমাপ্ত করে জাতির সার্বিক অধঃপতন লক্ষ্য করে মাওলানা উবায়দুল হক (র) প্রথমেই ইসলামী শিক্ষার আলো বিস্তারকেই সবার্ধিক প্রাধান্য দেন। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও প্রচারের দানের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নিয়ে এ পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশোনা শেষে ঢাকাস্থ বড় কাটরা হোসানিয়া আশরাফুল উলূম মাদরাসায় মুহতামিম হযরত মাওলানা আবদুল ওহাব পীরজী হুযুরের আগ্রহে এবং দারুল উলূম দেওবন্দে খ্যাতিমান উস্তাদগণের পরামর্শে বড় কাটরা মাদরাসায় শিক্ষকতার জন্য ঢাকায় আগমন করেন। এ মাদরাসায় তিনি হিজরী ১৩৭৯ থেকে ১৩৮২ পর্যন্ত বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ ও বায়যাবী শরীফ প্রভৃতি কিতাব পড়ান। হযরত পীরজী হুযূর এক পত্রে মাওলানা উবাদুল হকের তৎকালীন শিক্ষকতার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেন। তিনি শিক্ষকতার চতুর্থ বছর হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে বোম্বাই পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে সে বছর তাঁর হজ্ব করা হয়নি। অবশেষে তিনি শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাঈন আহমদ মাদানী ও শায়খুল আদব হযরত মাওলানা এজাজ আলীসহ অন্য উস্তাদগণের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে দেওবন্দে গমন করেন। হযরত শায়খুল আদব তাঁকে উত্তর প্রদেশেস্থ শাহাজানপুরের এক মাদরাসায় শিক্ষকতার জন্য পাঠিয়ে দেন। সেখানে কিছু দিন শিক্ষকতা করার পর হযরত শায়খুল আদব এজাজ আলী তাঁকে ডেকে পাঠান। অত:পর তাঁকে হযরত মুফতী শফী সাহেব প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে করাচীর দারুল উলূম মাদরাসায় পাঠানো হয়। তিনি সেখানে শিক্ষাবর্ষ ১৩৭৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৩ সনে আবূ দাউদ শরীফ ও হেদায়া আখেরাইন ইত্যাদি কিতাব অধ্যয়ন করেন। সে সময়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির প্রচার সম্পাদক নিযুক্ত হন। পশ্চিম পাকিস্তানে তখন নেজামে ইসলাম পার্টির মধ্যে একটি চেতনামুখর পরিবেশ গড়ে উঠে।[৭] অতপর ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা আলীয়া মাদরাসা সিনিয়র শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ক্রমান্বয়ে প্রভাষক, পরে সহকারী অধ্যাপক (তাফসীর), তারপর এডিশনাল হেড মাওলানা এবং হেড মাওলানা পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ২ মে ১৯৮৫ সালে মাদরাসা-ই-আলীয়ার শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৮] দীর্ঘ সময়ের শিক্ষকতা জীবনে তাঁর নিকট অনেক জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থী ইসলামী শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শিষ্যের সংখ্যা কত তা নির্ণয় করা দুরহ্। তাঁর বিশেষ কয়েকজন শিষ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- আল্লামা মুহাম্মদ তক্বী ওসমানী (সাবেক চিফ জাস্টিস, পাকিস্তান), আল্লামা মুহাম্মদ রাফী ওসমানী (মুহতামিম, দারুল উলূম করাচি) মাওলানা নুরুল ইসলাম (সাবেক মন্ত্রী), মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (সাবেক শিল্পমন্ত্রী), ড.এ.কে.এম মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক ড.আ খ ম ওয়ালি উল্লাহ (সাবেক ডিন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), ড. আনোয়ারুল কবীর (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), ড. সুলাইমান (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া) প্রমূখ। ১৯৮৪ সালে ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদরাসার হেড মাওলানা থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতিব পদে অধিষ্টিত হন। তিনি জাতীয় মসজিদের এই মেহ্‌রাবকে পরিণত করে তুলেছিলেন বিবেক ও অভিভাবকের এক আস্থার মঞ্চ ও দৃঢ়তাপূর্ণ মসনদে।[৯] প্রায় দুই যুগেরও বেশী সময় উক্ত পদে আসীন ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দিতে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে সৌদি আরব, মিশর, ইরাক, ইরান, কুয়েত, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরক্কো, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া. সিঙ্গাপুর, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন।[১০] শিক্ষকতাকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক সকলেরই তিনি ছিলেন প্রিয়পাত্র।[১১] হজরতের ছেলে মাওলানা শহিদুল হক বলেন-

---

[৭] এজিএম জয়নাল, পারিবারিক জীবনে খতীব (র) আল্লামা খতীব স্মরণ সভা বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, জাকিগঞ্জ, সিলেট, ১৪ জানুয়ারী ২০০৮, পৃ.৪৫-৪৬।

[৮] জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত, প্রথম খতীব মাওলানা আব্দুর রহমান বেখুদ (১৯৬৩-১৯৬৪)।

[৯] সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, (মাওলানা রুহুল আমিন খান, জাতীয় খতীব মাওলানা উবায়দুল হক রহ লিখিত প্রবন্ধ- মাওলানা উবায়দুল হক (রহ), স্মরণ সংখ্যা বর্ষ-১৭, সংখ্যা- ২৬,২০০৭, পৃ.-৫০।

[১০] সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, (ড. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন লিখিত প্রবন্ধ-খতীব মাওলানা উবায়দুল হক (রহ) সময়ের নির্ভীক কণ্ঠস্বর), স্মরণ সংখ্যা, বর্ষ-১৭, সংখ্যা-২৬, ২০০৭, পৃ.৩৯।

[১১] সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, (মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, লিখিত প্রবন্ধ- সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা রাখতেন) স্মরণ সংখ্যা, বর্ষ-১৭, সংখ্যা-২৬, ২০০৭, পৃ.১১।

> “আব্বা আমাদেরকে থানভি (র) কিতাব থেকে বলতেন, মানুষ দুনিয়াকে যতো ছোটো বা সংক্ষিপ্ত মনে করবে তাতে সে অনেক আনন্দ অনুভব করবে এবং এই নশ্বর পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই অতি তুচ্ছ বলে মনে হবে।”[১২]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আধুনিক শিক্ষা (পাশ্চাত্য শিক্ষা) বিস্তারে মনোনিবেশ করে মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্য ঢঙ্গের কালচারে অণুপ্রবেশ ঘটায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের চেতনাকে মুসলমানদের কাছ থেকে পৃথক করে ফেলা।[১৩] মাওলানা উবাদুল হক (র.) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এহেন প্রতারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। জাতির কাছে প্রতারণার চিত্র তুলে ধরে এ ব্যাপারে তাদেরকে সজাগ রাখতে ইসলামী শিক্ষা অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। আর বাঙ্গালী জাতিকে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি এর অংশ হিসেবে হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়নের গুরুত্ব বুঝাতে প্রচেষ্টা চালান। হাদীসের সনদ[১৪] মতন[১৫] আসমাউর রিজাল[১৬] জারাহ[১৭],ত'াদীল[১৮] প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নিরঙ্কুশ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ধর্ম প্রচার ও প্রসারে উবায়দুল হক (র)- যে ভূমিকা রেখেছেন বিভিন্ন লেখনি তার মধ্যে অন্যতম। তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে:

- আজহারুল আজহার শরহে নুরুল আনওয়ার। এটি নুরুল আনওয়ারের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ, টীকা-টিপ্পনি। ভূল সংশোধন ও প্রয়োজনীয় উদাহরণ দলীল-প্রমাণর মাধ্যমে অত্যন্ত চমৎকারভাবে এ গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত হয়েছে।
- নাশরুল ফাওয়া'ইদ খোলাসায়ে শারহিল আকা'ইদঃ এটি শরহে্ আকাইদের সারসংক্ষেপ।
- আস-সেকায়া আশ-শারহিলবেকায়াঃ ফিকহ্শাস্ত্রের উপর এটি একটি অনুবাদগ্রন্থ।
- তারিখে ইসলামঃ দুই খন্ডে সমাপ্ত কিতাবখানা ইসলামের এক পরিপূর্ণ ইতিহাস। প্রথম খন্ড ৩৮০ পৃষ্ঠা, ২য় খন্ড ৫৮৭ পৃষ্ঠা।
- সিরাতে মোস্তফাঃ মহানবী (সঃ) এর জীবনী গ্রন্থ।
- তাহসীলুল কাফিয়াঃ আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র।
- কোরাআনে হাকিম আওর হামারি জিন্দেগিঃ এটি একটি রেডিও কথিকার সংকলন বা সমষ্টি।

হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও তিনি লেখালেখির মতো চিন্তাশীল ও সময় সাপেক্ষ পথে দ্বীনি খেদমত করে অমর হয়ে রয়েছেন। এমন সৌভাগ্যশীল মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশী জন্মায়নি।[১৯] তিনি এক অনুপম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সারাটি জীবন “দাঈ ইলাল্লাহ্'র কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখে ছিলেন। পারিবারিক সূত্র থেকে এক তথ্যে জানা যায়, হযরত হাফেজ্জি হুজূর (র.) তাঁকে বায়'আত ও খিলাফত দান করেছেন।[২০] তবে তিনি হাফিজ্জী হুজূরের খলীফা ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[২১]

---

[১২] আশরাফ আলী থানবী, মালাকাতে হেকমত কে আবী তা'বি ইবাদাতি তালিকাতে আশরাফিয়াহ মাকতাবা উসমানিয়া দিল্লী, ১৯৫৬, পৃ.৭৬.

[১৩] ড. আব্দুল করীম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ.-১৫০)

[১৪] হাদীস র্বণনাকারীর ধারাবাহিকতা সনদ নামে অভিহিত। মাওলানা নূর হোসেন আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা, এমদাদিয়া প্রেস-১৯৭৫) পৃ.-৩ ২য় মুদ্রণ।

[১৫] সনদ বর্ণনা করার পর যে মূল হাদীসটি উল্লেখ করা হয় তার নাম মতন।

[১৬] হাদীস বর্ণনাকারীর সমষ্টি রিজাল নামে অভিহিত। যে শাস্ত্রে বর্ণনাকারীগণের জীবন ইতিহাস আলোচনা করা হয় তার নাম রিজাল শাস্ত্র। নূর হোসেন আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা, এমদাদিয়া প্রেস-১৯৭৫ ২য় মুদ্রন), পৃ.৪।

[১৭] এমন বিশেষ জ্ঞান যার দ্বারা বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করে হাদীস বর্ণনাকারীর সমালোচনা করা হয়। (মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ইসলামী ফাউন্ডেশন-১৯৮৬) পৃ.-৫৭০।

[১৮] তা'দীল শব্দের অর্থ সামঞ্জস্য বিধান করা। পরিভাষায় বর্ণনাকরীগণের পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান করার পদ্ধতির নাম তা'দীল। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত.-পৃ.-৫৭২।

[১৯] জুবাইর আহমদ আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত, আকাশ ছোঁয়া মিনার, (মাওলানা উবায়দুল হক রহ লিখিত প্রবন্ধ, আমার জীবনে একটি অধ্যায়), খতীব (রহ) স্মরণে মাদরাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুর, ঢাকা ২০০৮, পৃ-৬০-৬১।

[২০] সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, (মাওলানা মহীউদ্দিন রব্বানী লিখিত প্রবন্ধ-উবায়দুল হক সাহেব স্মৃতির আয়নায়), স্মরণ সংখ্যা বর্ষ-১৭, সংখ্যা- ২৬, ২০০৭, পৃ.-৫২।

[২১] সৈয়দ মবনু, মাওলানা উবায়দুল হকের জীবন কর্ম সালেহীয়া পাবলিকেশন্স, রে প্রিন্টার্স ঢাকা ২০০৮, পৃ. ১৭-১৮।

খ্যাতিমান লেখকদের রচিত গ্রন্থ ও তাদের প্রজ্ঞাগত দৃষ্টি ভঙ্গির উপর তাঁর অনেক পড়াশোনা ছিল। যে কারণে কোনো শরী'আত বিষয়ে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। দীর্ঘ ২৩ বছর জাতীয় মসজিদের খতীব হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর প্রতিটি খুতবাই ছিল জাতির জন্য দিক নির্দেশনামূলক এক নতুন খোরাক। ভক্ত অনুরক্তদের দৃষ্টিকটু কোনো আচরণ ধরাপড়লে তিনি তাৎক্ষণিক সংশোধন করতে দ্বিধা করতেন না। যে কোন মানুষকে আপন করে নেয়ার গুণ ছিলো তাঁর সহজাত।[২২] তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা ও পরিচালক। তিনি প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়বস্তু সর্বদা গুছিয়ে রাখতেন। সাধারণ মুসল্লিদের সুবিধার্থে জুমার নামাজের পর সময় দিতেন, বিশিষ্টজনদের কথা বা প্রশ্নাবলি অতিগুরুত্বের সাথে শুনতেন এবং সঠিক ও সহজ ভাষায় জবাব দিতেন।[২৩] তিনি তার সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে কখনো বিবৃতি দেননি। সমালোচনার জবাবে সমালোচনাও করেননি। তাঁর অফিসে বা বাসায় কেউ গেলে তিনি যথোপযুক্ত সম্মান দিতেন। খতীব সাহেবের জীবনের সর্বশেষ দুটি বড় কৃতিত্ব হলো-১. আকিদায়ে খতমে নবূওয়াতের হেফাজত আন্দোলনের নেতৃত্বদান, ও ২. ইসলামী ব্যাংক ও বীমার ধারণা জাতির সামনে তুলে ধরা।

ইসলামী শিক্ষা মুসলমানদের মৌলিক শিক্ষা। ওয়াহীর মাধ্যমেই ইসলামী শিক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত[২৪] আরবী ভাষা-শিক্ষায় যে সব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি হল। (১) তারঁবীয়া, (২) তা'লীম (৩) তাদবীর (৪) তা'দীব (৫) তাদরীস।[২৫]

ইসলামী শিক্ষার তিনটি মৌলিক বিষয় ১. আল-কুরআন ২. আল-হাদীস ৩. আল-ফিকহ। খতীব (র) উল্লেখিত বিষয়সমূহের প্রতি গভীর আগ্রহ পোষণ করতেন এবং এ বিষয়গুলোর বিকাশে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। খতীব সাহেব (র) কুর'আন ও হাদীসের ভিত্তিতে সরকারী ও বেসরকারীভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে আরবি শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে এক সারিতে এনে সকলকেই আর্দশ মানবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা চালান। তাঁর মতে, একজন ধার্মিক লোক ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে।[২৬] ঢাকায় মাদরাসা ফয়জুল উলূম একটি বেসরকারী অবৈতনিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এটি সঠিক ইসলামী শিক্ষা প্রসারে রত থেকে দীনের হেফাজত এবং সহীহ্ ইসলামী আকীদা প্রতিষ্ঠায় নিবিষ্ট ও ভূমিকা পালন করে আসছে। মাওলানা আবদুল্লাহ্ (র)-এর হাতে ১৩৯৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৫ ঈসায়ী সনে এ মাদরাসা শুভ সূচনা হয়। ১৯৮৫ সন থেকে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন হযরত মাওলানা উবাদুল হক সাহেব (র)। মাদরাসাটি বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত-এর শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারেও তিনি অবদান রেখেছেন। আর এ জন্য বলতেন তারা যেন বেহেশতী জেওর বেশী বেশী পড়ে। কেননা এতে অনেক বিষয় সহজভাবে কুরআন ও হাদীস দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদেরকে উর্দু বেহেশতী জেওর পড়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জামেয়া দারুল মা-আরিফ আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শূরা কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ্য সদস্য ছিলেন। জামেয়া তাঁর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় ভালোই চলতো। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার উপর তিনি বেশ গুরুত্বারোপ করেন। প্রতিদিন সকাল ৮-১০টা পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিতব্য মৌলিক বা অনুবাদিত কোন কিতাবের সম্পাদনা রিভিউ করতেন অথবা এমদাদিয়া লাইব্রেরীর কোন কিতাব সম্পাদন করতেন। নিয়মিত পত্রিকা পড়তেন। প্রতি বুধবার আসরের সময় তেজগাঁও রেলওয়ে স্টেশন মসজিদে যেতেন এবং বাদ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত কুরআন শরীফের তাফসীর উপস্থাপন করতেন। আজিমপুর ফয়জুল উলূম মাদরাসায় বাদ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত বুখারী শরীফের প্রথম খন্ডের সবক পড়াতেন। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, দারুল উলূম হাটহাজারী, দরগাহ

---

[২২] সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান (মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম লিখিত প্রবন্ধ স্মৃতির আয়নায় আল্লামা খতীব মাওলানা ইবায়দুল হক রহ) স্মরণ সংখ্যা বর্ষ-১৭, সংখ্যা- ২৬, ২০০৭, পৃ.-৪৭।

[২৩] জুবাইর আহমদ আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত, আকাশ ছোঁয়া মিনার, (মাওলানা আতাউল হক লিখিত প্রবন্ধ- মাওলানা উবায়দুল হক রহ), খতীব রহ. স্মরণে মাদ্রাসা ফয়জুল উলূম আজিমপুর, ঢাকা-২০০৮, পৃ.- ৩৫০-৩৫১।

[২৪] আল- কুরআন, ৯৬:১

[২৫] ক) তাঁরবীয়া- পালন, লালন পালন করা, পরিচর্যা, শিক্ষাদান (খ) তা'লীম- শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, উপদেশ, নির্দেশাবলী (৩) তাদবীর- প্রশিক্ষন, চর্চা, অনুশীলন, (৪) তাদরীস- পাঠদান, শিক্ষাদান, পড়ানো। উক্ত শব্দগুলো দ্বারা শিক্ষা ও তার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল-ম'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১১শ সংস্করণ, ২০১২। পৃ: ২৬৬, ২৭০, ২৯৩।

[২৬] সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, (মাওলানা মহিউদ্দিন রব্বানী লিখিত প্রবন্ধ- উবায়দুল হক সাহেব (রহ)স্মৃতির আয়নায়), স্মরণ সংখ্যা, বর্ষ-১৭, সংখ্যা-২৬, ২০০৭) পৃ.-৫২

মাদরাসা সিলেটসহ বহু কওমী মাদরাসার মজলিসে শুরার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে গেছেন। এছাড়া তিনি জামেয়া ইমদাদিয়া কিশোগঞ্জ ও মাদরাসা কাসেমুল উলূম কুমিল্লার মজলিসে শুরার সভাপতি এবং জাতীয় শরী'আ কাউন্সিলের ছিলেন আজীবন চেয়ারম্যান। একটি বিশেষ মহল যখন এদেশের উলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী দলকে জঙ্গিবাদ হিসেবে রূপায়িত করার চক্রান্ত করেছিল তখন তিনি উলামা ও জনতাকে নিয়ে তা সফলভাবে মোকাবেলা করেন। ২০০৭ সালের পবিত্র রমজান মাসে দৈনিক প্রথম আলোতে মহানবী (সাঃ) ও রমজানের সংযম নিয়ে যে ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন ছাপা হয়, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অবমাননাকারীদের ক্ষমা চাইতে এবং সম্পাদক মতিউর রহমানকে তওবা করতে বাধ্য করেন। তাঁর এ সাহসী ভূমিকা গোটা জাতির নিকট প্রশংসিত হয়। কারো অনুরাগ বিরাগের পরোয়া না করে সাহসিকতার সাথে সত্যের উচ্চারণে তিনি নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল দ্ব্যর্থহীন। ধর্মের নামে অধার্মিক আচরণ ও যে কোন প্রকার হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁর নিরাপস শক্ত অবস্থান তাঁকে জাতীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করে।

তিনি প্রতিদিন নিয়মিত কিতাব অধ্যয়ন করতেন জুমা ও ঈদে নতুন খুতবা নিজে আরবীতে লিখে প্রস্তুত করতেন। তিনি সৎ সাহসী ছিলেন। তিনি খুতবাতে যুগোপযোগী বক্তব্য দিতেন।কারো ও পরোয়া করতেন না। তাঁর সাহসী উচ্চারণের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল:

ক. ১৯৯১ সালে সবদলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপির সাথে জোট বেঁধে ১৮টি আসন নিয়ে মওদূদী চিন্তা ধারার ধারক-বাহক জামায়তে ইসলামী সরকারের সমর্থকদলে পরিণত হয়। বৃহৎ শরীক দল হিসেবে সরকারের উপর তাদের রয়েছে যথেষ্ট প্রভাব। এমনি সময়ে কাদিয়ানীদের প্রকাশিত কুরআন মজীদের অনুবাদ বাতিলের দাবীতে উবায়দুল হক সাহেব (র) জাতীয় প্রেস ক্লাবে ২৮ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এতে একজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, কিছুদিন পূর্বে আরেকটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মওদূদী সাহেবকৃত আল কুরআনের তাফসীরের যে অপব্যাখ্যা রয়েছে আহলে হাদীসরা এ দাবী করেছে, এ বিষয়ে আপনার মতামত কি? উত্তরে তিনি বলেন, দুটোই বিকৃতি। তবে মওদূদী ইসলামের লেজ কেটেছেন আর কাদিয়ানীরা মাথা কেটেছে।

খ. ১৯৬৯-৭০ সালে তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'কুরআনে হাকীম আওর হামারে যিন্দেগী' নামক কুরআন বিষয়ক অনুষ্ঠানে হযরত মাওলানা উবায়দুল হক (র) উর্দু ভাষায় নিয়মিত কথিকা পাঠ করতেন। এ সব কথিকায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাধান প্রদানের চেষ্টা করেছেন।

ইসলাম একটি জীবন দর্শন। এ জীবন দর্শন মানুষের বৃত্তিসমূহ পরিচর্চার ধারা ও পদ্ধতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় তাই ইসলামী সংস্কৃতি।[২৭] খতীব সাহেবের ছেলের ভাষ্য অনুযায়ী 'সিলেটের জাকিগঞ্জ বারোঠাকুরী থেকে ঢাকার আজিমপুর পর্যন্ত সবাই মাওলানা উবাদুল হক সাহেবের সুন্নত বিশিষ্ট সংস্কৃতির দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন।[২৮] পবিত্র সুন্নাহ যে ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম উৎস সে প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন "হে নবী আপনার নিকট কিতাব প্রেরণ করেছি যাতে করে আপনি মানুষের নিকট এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও শিক্ষা তুলে ধরেন।"[২৯] খতীব সাহেব জুমার দিনের প্রস্তুতিতে ব্যক্তিগত জীবনের রুটিন আতর মাখা, টুপিও পাওহাবী পরিধান করতেন। তিনি কওমী ও আলীয়ার পারস্পারিক দ্বন্দকে দূরীকরণে ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি কওমীপন্থী ও আলীয়াপন্থীদের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করে ইসলামী সংস্কৃতিকে সহজ ভাবে উপস্থাপন করেন। তাই জীবন চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি চায় পরিশীলিত জীবন চর্চা। আচার ব্যবহারে ভদ্রতা ও নিপুণতা অর্জনের

[২৭] মতিউর রহমান মল্লিক, সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি স্মারক প্রবন্ধ (জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২, জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ ঢাকা,- ২০০২) পৃ.-১১১।

[২৮] জুবাইর আহমদ আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত, আকাশ ছোঁয়া মিনার, (মাওলানা শহীদুল হক লিখিত প্রবন্ধ- আব্বাকে যেমন দেখেছি), খতীব রহ. স্মরণে, মাদ্রাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুর ঢাকা-২০০৮, পৃ-২১২।

[২৯] সূরা আন-নাহল-৪৪।

উপর গুরত্বারোপ করেন। তিনি মেয়েদেরকে ছলিক্বা[৩০] অর্জনে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেন। তিনি আচার-ব্যবহারে ভদ্রতা ও নিপুণতা অর্জন এবং গৃহস্থ বিষয়ক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার শিক্ষা গ্রহণের প্রতি নারীদেরকে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলতেন- যে নারী ছলীক্বা জানে না, তাকে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। মানুষ তাকে ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে যে ছলীক্বা জানে সে সম্মান ও স্নেহ পেয়ে থাকে-লোকে তার তারিফ করে। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন তার জন্য অবধারিত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ছলীক্বা অর্জিত হয় না। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার মাধ্যমেই তা শিখতে হয়। অকুতোভয় এ মর্দে মুমিন-মুজাহিদ, সত্য প্রকাশ ও প্রসারে অকুন্ঠ, হক্বের আওয়াজ বুলন্দ করার নির্ভীক নকিব, সর্বজন শ্রদ্ধেয় সর্বজনমান্য আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক (রহ) ৬ অক্টোবর ২০০৭ মোতবেক ২৩ রমজান ১৪২৮ হি. শনিবার আজিমপুরে নিজ বাসভবনেই ইফতার করেন। ধানমন্ডির তাঁর এক ঘনিষ্ঠজনের বাসায় রাতে খাবারের দাওয়াত ছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষে সেখান থেকে বাসায় ফেরার সময় হঠাৎ করে তিনি গাড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রাত অনুমানিক পৌনে এগারটা গ্রীণ রোডের ল্যাব এইড ক্লিনিকে তাঁকে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকদের ধারণা মতে, তিনি পথেই পরম প্রিয়তম মহান প্রভূর নিবিড় সান্নিধ্যে চলে যান। খতিবের ইন্তেকাল, জাতি হারালো একজন অকৃত্রিম অভিভাবক।[৩১] শোকবার্তায় সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বলেন,

> "বাংলাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম উবায়দুল হক আমৃত্যু ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যে দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা এ দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে বলে আমি মনে করি। তিনি বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব হিসেবে প্রায় দুই যুগ ধরে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদান এবং দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মরহুম উবায়দুল হক আন্তর্জাতিক ইসলামী অঙ্গনেও একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রখ্যাত এ আলিমের ইন্তেকাল দেশ একজন বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদকে হারালো।"[৩২]

সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেন,

> "বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও আমাদের বায়তুল মুকাররাম জাতীয় মসজিদের সম্মানিত খতীব মাওলানা উবায়দুল হক এর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর এ মৃত্যুতে জাতি একজন বিশিষ্ট আলেম ও মুরব্বীকে হারালো। তাঁর তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টবাদী খুতবা জাতীয় জীবনে ইসলামের মূল্যবোধকে সমুন্নত করেছে। আমি ও আমার পরিবার তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ্ যেন তাঁর পরিবারকে এই শোক বহনের ক্ষমতা দান করেন এবং আমাদের এই শুণ্যতা পূরণের তাওফীক দান করেন।"[৩৩]

আকবর হাশেমী রাফসানজানী, শোকবার্তায় বলেন,

> "এ মহান আলেমের ইন্তেকালে আমি বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম এবং এ দেশের মুসলিম জনগণের প্রতি বিশেষ করে তাঁর পরিবার পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি"[৩৪]

---

[৩০] ছলীক্বা অর্থ প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়া, নিজ দায়িত্ব মনে করে ঘরের প্রতিটি কাজ সম্পাদন করা। অন্যের দিকে তাকিয়ে বসে না থাকা, ঘরের ছোট বড় সবার প্রতি লক্ষ্য রাখা, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ঘরের প্রতিটি বস্তু যথাস্থানে হেফাযতের সাথে রাখা, ছোট-বড় সবার মেজাজ মর্জি বুঝে খাবার-দাবার পরিবেশন করা ও তাদের অন্যান্য চাহিদার প্রতি নজর রাখা, সকলের প্রতি নিবেদিত থেকে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করা। কারো সাথে রাগ ও অহংকারসুলভ আচরণ না করা, বড়দের সেবা ও সম্মান করা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটানো। মোট কথা, ছলীক্বাসমৃদ্ধ মেয়ে সব সময় সুখে থাকবে, অন্যের সন্তুষ্টি পাবে। তার ঘর বেহেশতের নমুনা হবে। এসব বিষয় নিছক বই-প্রস্তক এবং কিতাব পড়ে অর্জণ করা যায় না। চিন্তা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে কাজ করতে হয়। অন্যের ব্যবহার ও আচার-আচরণ থেকে শিখতে হয়।

[৩১] দৈনিক নয়া দিগন্ত, খতীবের ইন্তেকাল জাতি হারালো একজন অকৃত্রিম অভিভাবক, সম্পাদকীয় ঢাকা , অক্টোবর ২০০৭, বর্ষ-৮, সংখ্যা- ২৪৫, পৃ.৬।

[৩২] সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ. ঢাকা, দৈনিক ইনকিলাব-৭-১০-২০০৭, পৃ.১১

[৩৩] "দৈনিক ইনকিলাব" ৭/১০/২০০৭, পৃ.১১

[৩৪] সভাপতি: রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান। ইনকিলাব ০৭/১০/২০০৭, পৃ.১১

মাওলানা উবায়দুল হক (র.) অর্ধ-শতাব্দব্যাপী কর্ম মুখর জীবনে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন। তিনি ১৯৫৬ ও ১৯৫৮ সালে মাদরাসা আলীয়া ঢাকা হতে 'জমিয়তে লিসানুল কুরআন' পাকিস্তানের অধীনে অধিষ্টিত আরবী বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সৌদি আরবের মজলিশে শুরা কর্তৃক স্বর্ণপদক লাভ করেন। জাতীয় সিরাত কমিটি কর্তৃক ২০০৪ সালে সেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। কুরআন শিক্ষা সোসাইটি থেকে ২০০৫ সনে নগদ ৫০,০০০ টাকা বিশেষ পুরুষ্কার প্রাপ্ত হন। এছাড়া আরো অনেক দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা থেকে সম্মানজনক সনদ, ক্রেস্ট, পদক ও খেতাব লাভ করেন।[৩৫]

উপসংহার:

খতীব মাওলানা উবায়দুল হকের জীবন পরিক্রমা ধর্মচিন্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনাই বলা যায়, জীবন, চিন্তাধারা ও সৃষ্টি কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সমাজের আত্মিক ও জাগতিক পরিশীলিত পথ প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর জীবন যেমন একদিকে আর্দশের, তেমনি তাঁর ধর্ম ও শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা-চেতনা ও কর্মধারা যুগযুগ ধরে সকল শ্রেণির মানুষকে অনুপ্রেরণা দান করবে। মোট কথা-মাওলানা উবায়দুল হক (র.) ছিলেন বাহরুল উলূম (মহাজ্ঞানী), সমকালীন শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ভাষাবিদ, প্রতিবাদী কণ্ঠ, বিরল প্রতিভা ও সাহিত্যের অধিকারী একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁর জীবন-কর্ম জাতি যত বেশী চর্চা করবে ততবেশী উপকৃত হবে।

[৩৫] জুবাইর আহমদ আশরাফ কর্তৃক সম্পাদিত, আকাশ ছোঁয়া মিনার, (মাওলানা আতাউল হক লিখিত প্রবন্ধ- জীবন গড়ার কারিগর), খতীব রহ, স্মরণে মাদ্রাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.-৩৪১